১৮

অনন্তকালীন পুরস্কার এবং শাস্তি

আমাদের মনের ধারণাগুলির মধ্যে সর্বাধিক জটিল ধারনা হল "অনন্তকাল,"একটি অস্তিত্ব যার কখনও শেষ নেই। আমাদের দৃশ্যমান বিশ্বের প্রত্যেকটি জিনিস, যাহা আমরা দেখি ও স্পর্শ করি, সেগুলোর একটি শুরু ছিল এবং শেষ থাকবে; সুতরাং, অনন্তকালের ধারনাকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করা অভিভূতকারী হতে পারে। যেহেতু অনন্তকাল হল আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরের একটি বিষয়, সেহেতু ইহাকে বোঝা আমাদের মনের জন্য প্রায় অসম্ভব।

তাৎক্ষনিক-ভাবে আমরা সম্মত হতে পারি যে, ঈশ্বর আমাদিগকে আশ্চর্য চিহ্ন কার্য্যগুলি সহ স্বর্গ দিয়েছেন, যদিও আমরা উপলব্ধি করি যে এই স্বল্প সময়ে জীবনকালে আমরা যাহা করেছি তাহা দ্বারা সম্ভবতঃ অনন্ত জীবনের অধিকার অর্জন করা না যেতে পারে। একই সময়ে, আমরা নরকের তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে আপত্তি তুলতে পারি এই ভেবে যে, এই ক্ষুদ্র জীবনে আমরা যাহা করেছি তাহা সীমাহীন দণ্ড ভোগ করার জন্য যথেষ্ট খারাপ না হতে পারে। আমরা চিন্তা করতে পারি যে, একজন অধার্মিক যত বেশি ঈশ্বরের নিকট থেকে প্রতিফল পাওয়ার যোগ্য একজন ধার্মিক ঈশ্বরের নিকট থেকে তার চেয়েও অধিক পরিমাণ ক্ষমা ও অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য।

অনেকেই এই চিন্তা করে ভুল করে যে অনন্তকালীন শাস্তির সাথে ঈশ্বরের প্রেম, ক্ষমা ও অনুগ্রহের একত্রে সমন্বয় সাধন করা যায় না। অতএব, তাহারা বাইবেলকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করতে চায় যে, ইহা এমন একজন ঈশ্বরের বিষয় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে যিনি হলেন

কেবলমাত্র প্রেমী, দয়ালু ও ধৈর্যশীল (১তিম ১:২; ১যোহন ৪:৮)। তাহারা ঈশ্বরের অন্যান্য দিকগুলো উপেক্ষা করেন: তিনি ক্রোধের ও প্রতিশোধেরও ঈশ্বর।[1] তিনি ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারীকে ঘৃণা করেন (ইব্রীয় ১:৯)। "কঠোর ভাব" প্রদর্শন করেন (রোমীয় ১১:২২), এবং তিনি হলেন "গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ" (ইব্রীয় ১২:২৯)। আমরা পড়ি, "অতএব ঈশ্বরের মধুর ভাব ও কঠোর ভাব দেখ; যাহারা পতিত হইল, তাহাদের প্রতি কঠোর ভাব, এবং তোমার প্রতি ঈশ্বরের মধুর ভাব, যদি তুমি সেই মধুর ভাবের শরণাপন্ন থাক; নতুবা তুমিও ছিন্ন হইবে" (রোমীয় ১১:২২)। ইব্রীয় ১০:৩১ পদে লেখা আছে, "জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া ভয়ানক বিষয়।"

পিতর (লূক ২২:৩১,৩২), পৌল (১তীম ১:১৫,১৬) ও অন্যদের সাথে তাঁহার আচরণগুলির মধ্য দিয়ে নতুন নিয়মে ঈশ্বরের মধুর-ভাব সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। অননিয় ও সাফিরা (প্রেরি ৫:১-১০) এবং হেরোদের (প্রেরি ১২:২০-২৩) মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাঁহার ক্রোধ প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বর এই লোকদের তাহাদের মন্দ কর্মের জন্য আঘাত পূর্বক হত্যা করেছিলেন।

অবাধ্যদের সাথে ঈশ্বরের আচরণ প্রকাশ করে যে, তিনি কঠিন শাস্তি দিতে সমর্থ। যাহারা ঈশ্বরকে কেবলমাত্র প্রেমের ঈশ্বর হিসাবে দেখেন, তাহারা পাপের বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র অসন্তোষ এবং যাহারা তাঁহার ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য নয় তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার শাস্তি দেয়াকে উপেক্ষা করেন।

শাস্তির উপস্থাপনা

যখন আমরা ইচ্ছা করি যে, জীবনের আমোদপ্রমোদ কখনও শেষ হইবে না। আমরা তাৎক্ষনিক যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি চাই। যাহা কিছু মনোহর ও আনন্দজনক, তাহা শাস্তি নয়। ভুল কর্মের শাস্তি প্রদান করা যায় একমাত্র আমরা যাহা চাইনা তাহা আমাদের করতে বাধ্য করে। ঈশ্বর যাহা বলেন তিনি করবেন, তাহা যদি কষ্টকর

[1]পড়ুন রোমীয় ১:১৮; ২:৮; ৩:৫; ১২:১৯; ইফি ৫:৬; কল ৩:৬; ২ থিষ ১:৮।

মনে হয়, তাহাই প্রত্যাশা করতে হবে। আর অন্য কিভাবে ঈশ্বর পাপীদের শাস্তি দিতে পারেন?

শাস্তি কিরূপ হইবে?

আমরা ইতিমধ্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, কালের শেষে পাপীদের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী। আমরা কল্পনাও করতে পারি না যে, "অনন্তকালীন শাস্তি" কেমন হবে (মথি ২৫:৪৬)।

সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন? কেহ কেহ শিক্ষা দেয় যে, কাহারও চিরতরে শাস্তি হবে না। তাহারা বিশ্বাস করে যে "অনন্তকালীন শাস্তি" অর্থ হল অবাধ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবে আর ঐ অস্তিত্বের বিলীন হওয়াই হল অনন্তকালীন শাস্তি। তাহারা যে পদের উপরে ভিত্তি করে এই মতবাদ ঘোষণা করে তাহা হল, দুষ্ট বিনাশপ্রাপ্ত হবে অথবা অনন্তকালীন ধ্বংস প্রাপ্ত হবে (মথি ১০:২৮)।

গ্রীক শব্দ "আপোল্লুমী,"যাহা মথি ১০:২৮ পদে অনুবাদ করা হয়েছে "বিনষ্ট,"অবশ্য অনুবাদ করা হয়েছে "মারা পড়া" (মথি ৮:২৫) এবং হারিয়ে যাওয়া (লূক ১৫:৪,৬)। মথি ৯:১৭ পদে যীশু যে দ্রাক্ষা কুপাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না; এবং মেষ, সিকি, ও পুত্র যাহা হারিয়ে গিয়েছিল (আপোল্লুমী), তাহা পাওয়া গিয়েছিল (লূক ১৫:৬,৯,২৪)। যীশু এসেছিলেন, "কারণ যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে" (লূক ১৯:১০), এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে "যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করবে" (মথি ১০:৩৯)। যাহা কিছু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে তাহা খুঁজে পাওয়া বা পরিত্রাণ করা যায় না। প্রত্যেক সারমর্ম শিক্ষায়, আপোল্লুমী শব্দের অর্থ "হারাইয়া যাওয়া," "ক্ষয় হওয়া," "মারা যাওয়া," অথবা "বিনষ্ট হওয়া," কিন্তু উহার অর্থ "সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া" হতে পারে না।

পাপীগন অনন্তকাল ব্যাপিয়া শাস্তি পেতে থাকবে: "তাহাদের যাতনার ধূম যুগপর্যায়ের যুগে যুগে উঠে; যাহারা সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্তির ভজনা করে, এবং যে কেহ

তাহার নামের ছাপ ধারণ করে, তাহারা দিবাতে কি রাত্রিতে কখনও বিশ্রাম পায় না" (প্রকা ১৪:১১)।

প্রকাশিত বাক্য ১৯:২০ পদে একই ধরনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে দিয়াবল, পশু ও ভাক্ত ভাববাদীদের শাস্তি প্রসঙ্গে, যাহারা প্রকাশিত বাক্য ২০:১০ পদ অনুসারে পূর্বে অগ্নিময় হ্রদে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। যাহারা অগ্নিময় হ্রদে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাহাদের যদি অগ্নিময় হ্রদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে, তবে পূর্বে যে পশু ও ভাক্ত ভাববাদীরা উহাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহারা পুড়ে যাবে, এক হাজার বছরের বেশী সময় পরে নয় (প্রকা ২০:২,৩)। তাহারা তখনও পর্যন্ত অগ্নিময় হ্রদে ছিল এবং যথাক্রমে যন্ত্রণাভোগ করতে ছিল "যুগপর্যায়ের যুগে যুগে দিবারাত্র" (প্রকা ২০:১০)।

যাহারা নতুন নিয়মের অধীনে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করে তাহারা মোশির ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী ইস্রায়েলীয়দের উপরে যে শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল তদাপেক্ষা অধিক শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে (ইব্রীয় ১০:২৯)। যেহেতু মৃত্যু ছিল সবচেয়ে কঠিন শাস্তি যাহা মোশির ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারীদের দেওয়া হয়েছিল, সেহেতু মোশির ব্যবস্থার মৃত্যু অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর শাস্তি অবশ্যই আছে। সেই শাস্তি হল নরক।

প্রকৃত শাস্তি? নরক (গ্রীক: গেহেন্না[2]) হল একটি সত্যিকার স্থান যাহার কথা উল্লেখিত হয়েছিল সম্পূর্ণ ভাবে যীশুর দ্বারা,[3] যাকোব ৩:৬ পদে অন্য একটি উদ্ধৃতি ব্যতীত। একটি স্পষ্ট পার্থক্য জেনে নেয়া উচিত, পাতালের অর্থাৎ মৃতদের জন্য একটি মধ্যবর্তী স্থান এর সাথে নরকের অর্থাৎ একটি স্থান যেখানে পাপীদের শাস্তি দেয়া হবে।

গেহেন্না শব্দটি একটি গভীর সংকীর্ণ উপত্যকাকে বোঝাতে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল যাহা ছিল হিন্নোন সন্তানদের অধীনে

[2]গেহেন্না হলো একটি হিব্রু শব্দের গ্রীক শব্দে অনুবাদ করন যাহা দুইটি হিব্রু শব্দের সংযোগে গঠিত, গে, অর্থ "উপত্যকা" এবং হিন্নোন, উপত্যকার মালিক।

[3]দেখুন, মথি ৫:২২,২৯,৩০; ১০:২৮; ১৮:৯; ২৩:১৫,৩৩; মার্ক ৯:৪৩,৪৫,৪৭; লূক ১২:৫; যাকোব ৩:৬।

যিরূশালেমের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। ওই স্থানটি ঈশ্বরের ও মানুষের নিকটে ঘৃণাজনক ও মূল্যহীন হয়েছিল, কারণ মূর্তি উপাসকেরা সেখানে তাহাদের সন্তানদেরকে পোড়াত।[4] এরূপে, যীশুর সময়ে, ইহা যিরূশালেমের আবর্জনা ফেলার জন্য একটি নির্ধারিত জায়গা ছিল। ইহা পচা দুর্গন্ধযুক্ত ছিল, অসংখ্য পোকা-মাকড়ে ভরাছিল, এবং অবিরত আগুন থেকে ধোঁয়া নির্গত হত। যীশুর দ্বারা গেহেন্না শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল পাপীলোকদের জন্য শাস্তির স্থানের একটি উপযুক্ত বর্ণনা হিসাবে।

যীশু গেহেন্নার অগ্নিকে পরোক্ষভাবে একটি অগ্নিকুণ্ড হিসাবে উল্লেখ করেছেন (মথি ১৩:৪২,৫০)। এই অগ্নি অনন্তকালীন এবং কখনো নিভানো যাবে না (মথি ৩:১২; ১৮:৮; ২৫:৪১; মার্ক ৯:৪৮[5])। তিনি আরও বলেছিলেন যে, "পোকা" মরবে না। যদি আগুন ও পোকারা শবদেহগুলি সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলে, তবে গ্রাস করার জিনিসের অভাবে আগুন নিভে যাবে ও পোকাগুলি মারা যাবে। যদিও অগ্নি ও পোকাগুলিকে আক্ষরিক হিসাবে চিন্তা করে যীশু ব্যবহার ন্যাও করতে পারেন, তিনি শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন শাস্তির বিরামহীন প্রকৃতিকে বোঝাতে।

যদি অগ্নি আক্ষরিক না হবে, তবে যীশু কেন বার বার "আগুন" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন? পক্ষান্তরে তিনি আক্ষরিক শব্দগুলি ব্যবহার ব্যতীত আত্মার শাস্তি সম্পর্কে আমাদিগকে বুঝিয়ে বর্ণনা করতে পারতেন? সম্ভবত: একইভাবে স্বর্গের সৌন্দর্যকে বোঝাতে আক্ষরিক শব্দগুলি ব্যবহার করে বর্ণনা করা হয়েছে। নরকের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিকে আমাদের বোঝাতে যীশুকে অবশ্যই আক্ষরিক শব্দগুলি ব্যবহার করতে হয়েছে।

কোন ধরনের শাস্তি নরকে ভোগ করতে হবে? অবাধ্যরা কি আশা করতে পারে?

---

[4]দেখুন ২রাজাবলি ২৩:১০; দেখুন ২বংশাবলি ২৮:৩; ৩৩:৬; যিরমিয় ৭:৩১,৩২; ১৯:৬।
[5]দেখুন মার্ক ৯:৪৩; লুক ৩:১৭।

১। যাহাদের নরকে পাঠানো হবে তাহাদের "দূর হও" বলা হবে (মথি ৭:২৩; দেখুন ২৫:৪১; লূক ১৩:২৭)। তাহাদেরকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করা হবে।

২। যাহারা নরকে যাবে তাহাদের ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে সরিয়ে শাস্তি দেয়া হবে (২থিষ ১:৯)। ইহার অর্থ এই হতে পারে যে, ঈশ্বর তাহাদের দেখবেন না, শুনবেন না, বা সাহায্য করবেন না।

৩। দিয়াবল ও তাহার দূতগণ, অনুরূপভাবে যাহারা জীবনযাপন করেছে এমন প্রত্যেক অধর্মচারী ব্যক্তি সকলে নরকে যাবে (মথি ২৫:৪১)।

৪। নরক হল অগ্নি ও গন্ধকের দ্বারা যন্ত্রণার একটি স্থান (প্রকা ১৪:১০; দেখুন ২০:১০; ২১:৮)।

৫। যাহারা নরকে যাবে তাহারা অনন্তকাল স্থায়ী বিনাশ রূপ দণ্ড ভোগ করবে (২থিষ ১:৯)।

৬। তাহাদেরকে ঈশ্বরের অনন্তকালীন রাজ্যে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে না (১করি ৬:৯; গালা ৫:২১)।

৭। ঈশ্বরের ক্রোধ হতে কষ্ট ভোগ করবে (মথি ৩:৭; দেখুন রোমীয় ২:৫; ৫:৯; ইফি ৫:৬; কলসীয় ৩:৬)। ইহা অমিশ্রিতরূপে ঢেলে দেওয়া হবে (প্রকা ১৪:১০)।

৮। তাহারা বাহিরে গাঢ়-অন্ধকারে থাকবে (মথি ৮:১২; দেখুন ২২:১৩; ২৫:৩০; ২পিতর ২:১৭; যিহূদা ১৩)।

৯। তাহারা দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হবে (মার্ক ১৬:১৬; যোহন ৫:২৯; ২থিষ ২:১২; ২পিতর ২:৩)।

১০। তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে (গালা ৬:৮)।

১১। তাহারা ঈশ্বরের প্রতিশোধে যন্ত্রণা ভোগ করবে (রোমীয় ১২:১৯)।

দণ্ডপ্রাপ্তদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনাতীত: তাহারা ক্লেশ ও সঙ্কট ভোগ করবে (রোমীয় ২:৯)। যীশু বলেছিলেন যে তাহারা রোদন করবে এবং তাহাদের দন্তঘর্ষন হবে, যাহা হল তীব্র যন্ত্রণার বর্ণনা (মথি ৮:১২; ১৩:৪২,৫০; ২২:১৩; ২৪:৫১; ২৫:৩০; লূক ১৩:২৮)।

নরক সম্পর্কে যাহা কিছু বলা হয়েছে সবই ভয়ানক ভাবে মন্দ; ভাল কোন কিছুই বলা হয় নাই। যাহারা সেখানে যাবে তাহারা পৃথিবীতে যত শাপগ্রস্ত লোক ছিল চিরকাল তাহাদের এবং দিয়াবল ও তাহার দূতদের মধ্যে বাস করবে (মথি ২৫:৪১)। তাহারা কখনই ঈশ্বরের সাথে বা ধার্মিকদের সাথে থাকবে না। তাহারা চিরকাল অন্ধকারে থাকবে। ঈশ্বর, যিনি জ্যোতি, তিনি অনুপস্থিত থাকবেন। সূর্য, সকল ছায়াপথ, সকল তারা ও আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জ্যোতি বিদ্যমান থাকবেনা। ঈশ্বর ও এই জ্যোতিগুলি ছাড়া সেখানে কেবলমাত্র অন্ধকারই থাকবে।

কাহারা নরকে যাবে?

আমাদেরকে বলা হয়েছে কাহারা শাস্তি পাবে। পৌল তাহাদের বিষয় বর্ণনা করেছেন যে যাহারা অবাধ্য ও অপরিবর্তনশীল চিত্ত আছে, যাহারা আত্মপরায়ন উচ্চাভিলাষী এবং সত্যের বাধ্য হয় নাই, কিন্তু অধার্মিকতার বাধ্য, এবং যাহারা মন্দ কাজে লিপ্ত (রোমীয় ২:৫,৮,৯)। তিনি আরও লিখেছিলেন যে, যাহারা "ঈশ্বরকে জানে না ও যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সু-সমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না" উহারাও তাহাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত (২থিষ ১:৮)। যে সকল লোকেরা স্বর্গে যাবে না তাহাদের তালিকা পৌল দিয়াছিলেন, এর অর্থ হল যে তাহারা নরকে যাবে (১করি ৬:৯; দেখুন গালাতীয় ৫:২১; ইফি ৫:৫)। কারণ যে ধরনের জীবন তাহারা যাপন করেছে, নরকই হবে তাহাদের অনন্তকালীন বাসস্থান।

সন্দেহের কোন কারণ নেই যে নতুন নিয়ম ভয়ের কথা বলে। পৌল লিখেছিলেন, "অতএব প্রভুর ভয় কি, তাহা জানাতে আমরা মনুষ্যদিগকে বুঝাইয়া লওয়াইতেছি" (২করি ৫:১১)। একইভাবে পিতর লিখেছিলেন, "আর যিনি বিনা মুখাপেক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়ানুযায়ী বিচার করেন, তাঁহাকে যদি পিতা বলিয়া ডাক, তবে সভয়ে আপন আপন প্রবাসকাল যাপন কর" (১পিতর ১:১৭)। যীশু বলেছিলেন, "আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর" (মথি ১০:২৮)।

পৌল আরও লিখেছিলেন, "অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর" (ফিলি ২:১২)।

"সিদ্ধ[6] প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া দেয়" (১যোহন ৪:১৮), এবং সিদ্ধ প্রেম আমাদিগকে আজ্ঞাবহ রাখে (যোহন ১৪:১৫,২১; ১যোহন ৫:৩)। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভয় উভয়ই আমাদের মধ্যে রাখতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম তাঁহাকে সেবা করিতে আমাদিগকে তাঁহার নিকটে নিয়ে যায়, এবং ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভয় তাঁহার ইচ্ছা পালন করে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দেখাতে আমাদিগকে পরিচালিত করে (১পিতর ১:১৭)।

এই পর্যন্ত বর্ণিত সবকিছুই আমাদের বিশ্বাস জন্মাতে যথেষ্টই হয়েছে যে, আমরা নরকে যেতে চাই না। নরক আমাদের জন্য নির্মিত হয় নাই, কিন্তু দিয়াবলের ও তাহার দূতগনের নিমিত্ত। কারণ পৃথিবীর ইতিহাস ব্যাপিয়া যে সমস্ত সমস্যা সে সৃষ্টি করেছে, ঈশ্বর যত অধিক তপ্ত নরক তৈরি করতে পারেন দিয়াবলের তাহাই প্রাপ্য। যাইহোক, আমরা যদি এই কথা বলি, আমাদের বোঝা উচিত যে যাহারা ঈশ্বরের বাধ্য নয় কিন্তু দিয়াবলকে অনুসরণ করে, তাহারা তাহাদের পাপের জন্য সামান্য ভর্ৎসনার অপেক্ষা অধিক বেশী কিছু ভোগ করার উপযুক্ত।

আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হল স্বর্গে যাওয়া এবং নরকের শাস্তি থেকে পলায়ন করা। স্বর্গের নিম্নতম স্থান, যদি স্বর্গে নিম্নতম স্থান থাকে, তবে নরকের উত্তম স্থান অপেক্ষা (যদি নরকে উত্তম স্থান থেকে থাকে) অনন্তকাল ব্যাপিয়া স্বর্গে নিম্নতম স্থানই গ্রহণ করা উচিত। ঈশ্বর যে ভাবে আমাদিগকে জীবন যাপন করতে বলেছেন যদি সেইভাবে জীবন যাপন করি এবং অন্যদেরকে স্বর্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করি তবে আমরা নরকের ভয় এড়াতে

[6]"সিদ্ধ" শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে গ্রীক শব্দ "টেলিওস" থেকে যার অর্থ "পরিপক্ক।"

পারি।

স্বর্গের একটি চিত্র

যীশু একটি সাড়া জাগানো প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর তাহা হল "স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর" (মথি ৫:১২; লূক ৬:২৩)। আমরা যাহারা খ্রীষ্টিয়ান আমাদের জন্য একটি প্রত্যাশা আছে (ইফিষীয় ৪:৪) স্বর্গীয় জীবনের যাহা এই জীবন অপেক্ষা মহিমাতে অধিক শ্রেষ্ঠ, যাহা হল একটি আশীর্বাদ, খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার সার্থকতা। স্বর্গ সম্পর্কে অন্য কোন জাতির এত বেশী গান নেই অথবা একটি ভবিষ্যৎ বাসস্থান সম্পর্কে এত পুনঃ গান করে না। বহু ক্লেশ ও ভারাক্রান্ত অবস্থা, যাহা অন্যদের দু:খার্ত ও নিরাশ করে দেয়, স্বর্গে যাওয়ার প্রত্যাশা তাহা আমাদিগকে আনন্দে থাকতে সাহায্য করে (১থিষ ৪:১৩)।

যীশু বলেছেন, "চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ ও বিনাশ করিতে পারে; আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়" (যোহন ১০:১০)। একটি সমৃদ্ধ জীবন সমস্যা বিহীন নয়। পৌল লিখেছেন, "আর যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটিবে" (২তীম ৩:১২)। পৌল নির্যাতন সহ্য করেছিলেন তাই তিনি এই কথা বলেছিলেন, "শুধু এই জীবনে যদি খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করিয়া থাকি, তবে আমরা সকল মনুষ্যের মধ্যে অধিক দুর্ভাগা" (১করি ১৫:১৯)। খ্রীষ্টেতে তাহার ক্লেশ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "ইফিষে পশুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, তাহা যদি মানুষের মত করিয়া থাকি, তবে তাহাতে আমার কি ফল দর্শে? মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয়, তবে আইস, আমরা ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব" (১করি ১৫:৩২; দেখুন, যিশা ২২:১৩)।

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখতে নতুন নিয়ম আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। স্বর্গ, পরিত্রাণ প্রাপ্তদের অনন্তকালীন বাসস্থানের দৃশ্য, শাস্ত্রে বারংবার উল্লেখ করা হয় নাই অথবা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয় নাই, কিন্তু স্বর্গের আশীর্বাদগুলি সম্পর্কে অনেক বার প্রকাশ করা হয়েছে।

খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য স্বর্গে একটি গৃহের প্রত্যাশা আমাদিগকে আনন্দ

দান করে (রোমীয় ১২:১২)। পুরাতন নিয়মের অধীনে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তাহা অপেক্ষা ইহা একটি উত্তম প্রতিজ্ঞা (ইব্রীয় ৮:৬; ১০:৩৪)। ঈশ্বর তাহাদের সাথে যে নিয়ম করেছিলেন তাহা যদি তাহারা পালন করে তবে তাদেরকে তিনি কনান দেশে, দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধি প্রদান করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৩; ৫:৩৩)। যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাওয়া একটি পৃথিবীর উপরে একটি স্থানের প্রতিজ্ঞা করা হয়, তবে আমাদের প্রত্যাশার ভিত্তি ইস্রায়েলের কাছে ঈশ্বর কর্তৃক দেশ দেয়ার প্রতিজ্ঞা অপেক্ষা অধিক উত্তম নয় (দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১-১৪)। যাহোক, পৃথিবীতে সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ুসহ এক খণ্ড জমির স্থলে আমাদের প্রত্যাশা হল স্বর্গে একটি চিরস্থায়ী স্থান (১পিতর ১:৩,৪)। এই পৃথিবীতে যত বেশী দিন আমরা বেঁচে থাকি, এবং এখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদগুলি উপভোগ করি না কেন, জাগতিক জীবন হল ক্ষণস্থায়ী। বাহ্য মনুষ্যের দিন দিন ক্ষয় হইতেছে (২করি ৪:১৬); একদিন আমরা সকলে মারা যাব (ইব্রীয় ৯:২৭)। উহার পরে, এই পৃথিবীতে আমরা আর কোন জীবন ধারণ করব না- অন্য মানুষের রূপেও নয়, অন্য কোন প্রাণী রূপেও নয়। এই জীবনের শেষে বিচার দিনের পরে একটি মাত্র জীবন আছে, হয়ত যাহার সেবা করেছি স্বর্গে সেই ঈশ্বরের সাথে (দেখুন মথি ২৫:৩৪) অথবা যাহারা তাঁহাকে সেবা করতে প্রত্যাখ্যান করেছে তাহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত অনন্তকালীন অগ্নিতে (দেখুন মথি ২৫:৪১)।

স্বর্গ কেমন?

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে স্বর্গকে বুঝতে হলে, আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, "স্বর্গ" শব্দটি তিনটি ভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে (২করি ১২:২-৪): (১) আকাশ যেখানে মেঘেরা ভেসে চলে (দ্বিতীয় বিবরণ ১১:১১) ও যেখানে পাখিরা উড়ে বেড়ায় (গীত ৭৯:২), (২) তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা পরিপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (আদি ১:১৪-১৮; দ্বিতীয় বিবরণ ১:১০), এবং (৩) ঈশ্বরের

আবাস স্থান, যেখানে পৃথিবী হতে পরিত্রিতগন চিরকাল বসবাস করবে (১পিতর ১:৩,৪)। এই সর্বশেষ উদ্ধৃতিটিই হল এই পাঠের আলোচ্য বিষয় বস্তু।

"স্বর্গ রাজ্য" কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে যাহা বোঝাতে তাহা হল (১) ঈশ্বরের চিরস্থায়ী রাজ্য (মথি ১৩:৪৩), (২) পরিত্রিতদের জন্য প্রস্তুতকৃত রাজ্য (মথি ২৫:৩৪), এবং (৩) খ্রীষ্টের রাজ্য যাহা তিনি সন্নিকট বলিয়া প্রচার করেছিলেন এবং যাহার বিষয়ে তিনি অন্যদেরকে প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন। এই রাজ্যকে "স্বর্গ রাজ্য" হিসাবে (মথি ৪:১৭), "ঈশ্বরের রাজ্য" হিসাবে (মার্ক ১:১৫), "আমার রাজ্য" হিসাবে (লূক ২২:৩০), এবং "তাঁহার প্রিয় পুত্রের রাজ্য" হিসাবে (কল ১:১৩) উল্লেখ করা হয়েছিল। একটি ঐক্যসূত্র যাহা এই শব্দগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যাহা উহাদের অর্থের সাথে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করেছে, কেননা ওইগুলির প্রত্যেকটি স্বর্গের রাজত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেছে। খ্রীষ্টের বিশেষ রাজত্ব, যাহা তিনি সন্নিকট বলে প্রচার করেছিলেন (মথি ৪:১৭), তাঁহার স্বর্গারোহণের সাথে সাথে শুরু হয়েছিল (ইফিষীয় ১:১৯-২৩) এবং যখন তিনি ফিরে আসবেন তখন সমাপ্ত হবে (১করি ১৫:২৪)। এই পাঠে সেই রাজ্যের বিষয় জোর দেওয়া হবে যেখানে পরিত্রিতগন তাহাদের অনন্তকালীন পুরস্কার হিসাবে প্রবেশ করবে (মথি ২৫:৩৪)। এই ব্যবহৃত শব্দগুলির কোনটির কি অর্থ করা হয়েছে তাহা কেবলমাত্র প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গই নির্ধারণ করে দিতে পারে।

যেহেতু স্বর্গ চোখে দেখা যায়না, দৃশ্যমান আকৃতি নাই, সেহেতু আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে দৃশ্যমান শব্দগুলি ইহাকে বর্ণনা করতে ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি কেবলমাত্র আত্মিক রাজ্যের বিষয় নির্দেশ করে। পৌল এই রাজ্যের বিষয়ে লিখেছিলেন, "আমরা ত দৃশ্য বস্তু লক্ষ্য না করিয়া অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করিতেছি; কারণ যাহা যাহা দৃশ্য, তাহা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যাহা যাহা অদৃশ্য, তাহা অনন্তকালস্থায়ী" (২করি ৪:১৮)। যদিও ঈশ্বর দৃশ্যমান শব্দগুলি দ্বারা স্বর্গের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইহা অবশ্যই দৃশ্যমান হিসাবে মনে করা যাবে না।

পৃথিবীকে একটি আত্মিক বাসস্থান হিসাবে পুনঃ নতুনীকরণ বা পরিবর্তন করা যাবে না। যদি ইহা করা যেত, তবে আমরা তাঁহার প্রতি গুরুত্ব দিতাম না যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, তিনি বলেছেন, "দেখ, আমি সকলই নূতন করিতেছি" (প্রকা ২১:৫)। অথবা আমরা উক্তিটিও আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করতে পারতাম না, "পরে আমি এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে; ..." (প্রকা ২১:১)।

নতুন যিরূশালেম, পরিত্রিতদের নগরকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান সকল বস্তু দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে (প্রকাশিত ২১:১১-২১)। এরূপ বর্ণনা অতি আকর্ষণীয়, মানুষের প্রায় কল্পনার অতীত। ইহা হল একটি চিত্র যাহা ঈশ্বর চাহেন যেন আমাদের মত মরণশীল মানুষ পেতে পারে। যখন আমরা তাঁহার রাজ্যে মহিমান্বিত হব তখন আশ্চর্যে অভিভূত হব (১থিষ ২:১২; ইব্রীয় ২:১০), ইহার দীপ্তি ও মহিমা দেখ (রোমীয় ৮:১৮), এবং ঐ প্রতাপের অংশীদার (১পিতর ৫:১)। তিনি তাঁহার পবিত্রগনে গৌরবান্বিত হবেন (২থিষ ১:১০)। আমরাও আশ্চর্যান্বিত হব যে এই রাজ্য শেষ হবে না, কিন্তু আমাদেরকে স্বর্গপুরীর প্রজা হিসাবে সকল তুলনার অতীত অনন্তকাল স্থায়ী গুরুতর প্রতাপ প্রদান করবেন (২করিন্থীয় ৪:১৭)। পৃথিবীর সাথে তুলনা করলে, ইহা হল একটি "উত্তম নিজস্ব সম্পত্তি" ও নিত্যস্থায়ী (ইব্রীয় ১০:৩৪), "একটি উত্তম দেশ যাহা হল একটি স্বর্গীয় দেশ" (ইব্রীয় ১১:১৬)।

স্বর্গের সবচেয়ে আশ্চর্য জনক একটি বিষয় হবে চিরস্থায়ী ভাবে ঈশ্বর, যীশু, ও পবিত্র আত্মার সাথে (প্রকা ২১:৩), এবং সকল অমায়িক পরিত্রিতদের সাথে সম্পর্ক যাহারা জীবন যাপন করেছিলেন। স্বর্গে আমাদের অনন্তকাল স্থায়ী সহভাগিতার সাথে পৃথিবীস্থ সহভাগীতার কোন তুলনা করা যাবে না।

যদি স্বর্গীয় মহিমার প্রতি একটি মুহূর্তের জন্য আমরা স্থিরদৃষ্টি দিতে পারি এবং যে সহভাগিতা আমরা ভোগ করব তাহা দেখি, তবে আমরা সেখানে যাওয়ার জন্য এতই সক্রিয় হব যে, আমরা প্রত্যেক জাগ্রত মুহূর্তকে ইহার বিষয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে, ইহার

অভিমুখে কাজ করতে করতে, ও ইহার জন্য পরিকল্পনা করতে করতে অতিবাহিত করব। পৌল লিখেছিলেন, "কারণ আমার মীমাংসা এই, আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত হইবে, তাহার সঙ্গে এই বর্তমান কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়" (রোমীয় ৮:১৮)।

স্বর্গে কি হবে?

স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের বোঝাতে অনেক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। এই পৃথিবীতে যে সকল জিনিস আমাদের প্রয়োজন সেই গুলি স্বর্গে থাকবে না, যেমন সূর্য, চন্দ্র, বা একটি প্রদীপ; অথবা সেখানে কোন রাতও থাকবে না কেননা মেষপালকই (যীশু খ্রীষ্ট) আলো হবেন (প্রকা ২১:২৩,২৫; ২২:৫)। সরাসরি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক থাকার অর্থ হবে, একটি মন্দিরের কোন প্রয়োজন হবে না, কেননা ঈশ্বর ও মেষপালকই একমাত্র মন্দির হবেন (প্রকা ২১:২২)।

আমাদের জাগতিক খাদ্যের প্রয়োজন হবে না, কেননা জীবন নদীর জল দ্বারা ও জীবন বৃক্ষের ফল দ্বারা জীবন আরোগ্য প্রাপ্ত হবে (প্রকা ২২:১,২)। কোন ক্রমেই আমরা ঈশ্বর থেকে দূরে থাকব না, কেননা "তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন" (প্রকা ২১:৩)। ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন সেখানে থাকবে এবং এই কারণে, সেখানে কোন অভিশাপ আর থাকবে না (প্রকা ২২:৩)। আমাদের নতুন বসতিস্থানে কেবলমাত্র ধার্মিকতাই বসতি করবে (২পিতর ৩:১৩)।

আমরা কিরূপ হব?

আমাদের জাগতিক দেহ আত্মিক দেহে পরিবর্তিত হবে (১করি ১৫:৪৪, ৫১-৫৪)। আমরা যে আত্মিক অবস্থায় প্রবেশ করব সেখানে জাগতিক দেহ অনুপযুক্ত হবে, কেননা "রক্ত মাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না" (১করি ১৫:৫০)। ঈশ্বরের আত্মিক রাজ্য তাঁহার জন্য স্বাভাবিক যেহেতু তিনি হলেন আত্মা (যোহন ৪:২৪) এবং দূতদের জন্য, যেহেতু তাহারাও আত্মা (ইব্রীয় ১:১৪)। আমরা জানিনা না

যে ঐ জগতে আমাদের দেহ কিরূপ হবে, কিন্তু আমাদের নিশ্চয়তা আছে যে, "তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমন দেখিতে পাইব" (১যোহন ৩:২)। আমাদের পক্ষে ঈশ্বরকে দেখতে হলে, আমাদেরকে অবশ্যই তাঁহার জগতে প্রবেশ করতে হবে, কেননা জাগতিক দেহ ঈশ্বরকে দেখতে পারে না (১তীম ৬:১৬)। যীশু, "আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন, যেন কার্যসাধক শক্তিতে তিনি সকলই আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তাহারই গুণে করিবেন" (ফিলি ৩:২০,২১)। যখন উহা ঘটবে, "আমরা তাঁহার মুখ দর্শন করব" (প্রকা ২২:৪), এই মুখ যাহা আমাদের জাগতিক দেহে আমরা দেখতে পারি না ও বাঁচতে পারি না (যাত্রা ৩৩:২০)।

যখন আমরা রূপান্তরিত হব, স্বর্গীয় নিবাসীদের ন্যায় মহিমা আমাদের হবে। আমরা খ্রীষ্টের সাথে "গৌরবান্বিত" হব (রোমীয় ৮:১৭), গৌরব, সম্মান, ও শান্তিতে প্রবেশ করে (রোমীয় ২:৭,১০)। আমাদের নতুন অবস্থায় আমরা "পিতার রাজ্যে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইব" (মথি ১৩:৪৩)। "আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করিয়াছি, তেমনি সেই স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্তিও ধারণ করিব" (১করি ১৫:৪৯)।

আমরা অনন্ত জীবনের সাথে "অনন্তকালীন জীব" হব, কোনক্রমে মরব না (লূক ২০:৩৬; প্রকা ২১:৪)। "অনন্ত জীবন" অর্থ একদিকে যেমন গুণগত জীবন অন্যদিকে তেমন দীর্ঘ জীবন থাকবে, যাহা বর্তমানের অধিকারকে[7] বা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের জন্য ও তাঁহাকে সেবা[8] করবার পুরস্কার হিসাবে যে জীবন আমরা গ্রহণ করব তাহাও বোঝাতে পারে।

আমরা কি করব?

স্বর্গে আমারা কি করিব তাহার কোন পূর্ণ বর্ণনা ঈশ্বর আমাদিগকে দেন নাই, এবং সম্ভবত উপযুক্ত কারণ আছে।

[7]দেখুন যোহন ৩:৩৬; ৫:২৪; ৬:৪৭, ৫৪; ১যোহন ৫:১১,১৩।
[8]মথি ১৯:২৯; মার্ক ১০:৩০; লূক ১৮:৩০; যোহন ১০:২৮; রোমীয় ২:৭; ৬:২২; ১তীম ৬:১২।

আধ্যাত্মিক প্রাণীগন কি করে তাহা বুঝে আমরা আন্দোলিত হতে পারব না, যেহেতু আমরা জাগতিক। যেহেতু আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সাধারণত জাগতিক জিনিসের উপরে ভিত্তি করেই হয়ে থাকে, সেহেতু স্বর্গের আত্মিক কার্যক্রম সম্বন্ধে আনন্দিত হওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হতে পারে।

স্বর্গে আমরা কেবলমাত্র সুখই জানব, কেননা ঈশ্বর "তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবেনা; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যাথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল" (প্রকা ২১:৪)। এই জীবনের সেই সকল জাগতিক বিষয়গুলি যাহা আমাদের নিকটে দুঃখের বা অভিশাপের কারণ হয়েছে তাহা আর কোন ক্রমেই থাকবে না (প্রকাশিত ২২:৩)। পরিত্রিতগন প্রভুর "আনন্দে" প্রবেশ করবে (মথি ২৫:২১,২৩)। এই জীবনের যন্ত্রণা হতে আমরা বিশ্রাম পাব (প্রকা ১৪:১৩; ইব্রীয় ৪:৮-১১)।

অনন্তকাল ব্যাপিয়া আমরা আনন্দ করব, কারণ আমরা পিতার সহিত (প্রকা ২১:৩), যীশুর সহিত (যোহন ১২:২৬[9]), দূতগনের সহিত (লূক ৯:২৬), এবং পরিত্রিতদের সহিত থাকব (মথি ১৩:৪৩)। আমরা আনন্দপূর্বক যীশুর সেবা করব (প্রকা ২২:৩) এবং চিরকাল তাঁহার সহিত রাজত্ব করব (২তীম ২:১২; প্রকা ২২:৫)। তিনি পবিত্রগণের দ্বারা গৌরবান্বিত হবেন (২থিষ ১:১০), উহার অবশ্যই অর্থ হল যে আমাদের যীশু যাহাদের পরিত্রাণ করেছেন তাহাদের দ্বারা অত্যন্ত সম্মানিত ও ভক্তি প্রাপ্ত হবেন (ফিলি ২:১০,১১)। স্বর্গ হবে প্রেমের, সহভাগিতার ও আনন্দের একটি আশ্চর্যজনক স্থান।

কে স্বর্গে যাবে?

মেধার উপরে ভিত্তি করে স্বর্গের মহিমা দত্ত হবে না, কিন্তু অনুগ্রহের উপরে ভিত্তি করে (২থিষ ২:১৬)। আমরা দম্ভ করে এই

[9]দেখুন যোহন ১৪:৩; ১৭:২৪; ২করি ৫:৬-৮; ফিলি ১:২৩; কল ৩:৪; ১থিষ ৪:১৭।

কথা বলতে পারব না যে আমাদের উত্তম কর্ম দ্বারা আমরা স্বর্গে যাওয়ার অধিকার অর্জন করেছি (ইফিষীয় ২:৮,৯; তীত ৩:৫)। আমরা সাধারণভাবে বলব, "যাহা করিতে বাধ্য ছিলাম, তাহাই করিলাম" (লূক ১৭:১০)।

স্বর্গ আমাদেরকে উত্তরাধিকার[10] হিসাবে দত্ত হবে। উত্তরাধিকার উপার্জন করা যায়না; ইহা হল একটি দান। যাহারা উত্তরাধিকারী তাহারা হল ঈশ্বরের সন্তান (রোমীয় ৮:১৬,১৭; গালা ৩:৬,৭,২৯)। জলে এবং আত্মায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করে (যোহন ৩:৫), আমরা ঈশ্বর হতে জাত (যোহন ১:১২,১৩)। এই ভাবেই আমরা বিশ্বাস এবং বাপ্তিস্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তান ও স্বর্গের উত্তরাধিকারী হয়েছি (গালাতীয় ৩:২৬,২৭)।

তাহারা স্বর্গে প্রবেশ করবে না যাহারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও পাপার্থক জীবনযাপন করে (১করি ৬:৯,১০; গালা ৫:১৯-২১)। কারণ যীশু খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা তাহারা শুচিকৃত হয় নাই, তাহারা অশুচি থাকবে ও স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না (প্রকা ২১:২৭; ২পিতর ৩:১৩)। তাহারাই স্বর্গে প্রবেশ করবে যাহারা যীশুর রক্ত দ্বারা শুচিকৃত হয়েছে (ইফি ৫:২৫-২৭; কল ১:১৯-২২)।

উপসংহার

এই ভাবনা, যাহারা ঈশ্বরের অবাধ্য হবে তাহাদেরকে তিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে শাস্তি দিবেন, তাহা অতীব ভয়ের বিষয়, কিন্তু এই শিক্ষা তাঁহার বাক্যের মধ্যেই আছে। যেমন অধার্মিকদের শাস্তি অনন্তকালীন হবে তেমনি ধার্মিকদের আশীর্বাদও হবে। আমরা যাহা কিছুই করি না কেন সব কিছুতে ঈশ্বরের প্রীতিজনক অনুসন্ধান করতে এই নিশ্চয়তা আমাদিগকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। যদি আমরা স্বর্গে তাঁহার সাথে অনন্তকাল থাকবার অধিকার অর্জন করতে পারি

[10]দেখুন প্রেরি ২০:৩২; দেখুন ২৬:১৮; ইফি ১:১১,১৪,১৮; ৫:৫; কল ১:১২; ৩:২৪; ইব্রীয় ৯:১৫; ১পিতর ১:৪।

এবং দিয়াবল ও তাহার দূতদের সাথে চিরস্থায়ী অগ্নি এড়াতে পারি, তবে আমাদের সকল চেষ্টা, সকল ক্লেশ, প্রতিটি মুহূর্তের পরিচর্যা সার্থক হবে।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 290 পৃষ্ঠায়)

১। কতক লোক যুক্তিপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ঈশ্বরের প্রেম, ক্ষমা, ও অনুগ্রহের সহিত অনন্তকালীন শাস্তিকে মিলানো যায় না। এই সিদ্ধান্ত ভুল কেন?

২। অবাধ্যদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হবে কেন এই ধারণা একটি ভ্রান্ত মতবাদ?

৩। নরকে কোন ধরনের শাস্তি আশা করা যায়?

৪। যাহারা শাস্তি পাবে তাহাদের পৌল কিভাবে বর্ণনা করেছেন?

৫। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য কি হওয়া উচিত?

৬। খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য স্বর্গের প্রত্যাশা কিভাবে পুরাতন নিয়মের অধীনে লোকদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা অপেক্ষা অধিকতর উত্তম?

৭। কোন তিনটি অর্থে "স্বর্গকে" ব্যবহার করা হয়েছে?

৮। পৃথিবীতে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস গুলো কেন স্বর্গে থাকবে না?

৯। কে স্বর্গে যাবে?